শারিয়া- এক নজরে

(আমি রাজা হব) !

২৪শে অক্টোবর ৩৪ মুক্তিসন

আপনি যদি জামাতি হন, তাহলে আপনার সাথে আমার যৎকিঞ্চিৎ কথা আছে। আর আপনি যদি জামাত-বিরোধী হন, তাহলে জামাতের বিষাক্ত চোখে তাকান একবার অগ্নিঝরা রক্তচোখে- গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের অস্ফুট কন্ঠস্বর শুনবার চেষ্টা করুন একবার। তাহলেই দেখবেন এক মহা-ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার সামনে আমাদের নিজেদের বাক্-বিতন্ডা দোষ-ত্রুটি ভেদ-বিভেদ কতটা তুচ্ছ। সংখ্যাহীন অত্যাচারিত নিপীড়িত নিরপরাধের আর্ত হাহাকার মহাকালের আহ্বান হয়ে আমাদের ডেকে ফিরেছে চিরকাল, মহা-ঐক্যে সে ডাকে সাড়া না দিয়ে আমরা কেউ কেউ ইসলামের কাছে ভাবার্থে লজ্জিত হয়ে রয়েছি আজীবনঃ-
"ও হাত হইতে কোরাণ-হাদিস নাও জোর করে কেড়ে"- "উহারা খোদার খোদ প্রাইভেট সেক্রেটারী তো নয়"!

আল্লার আইনের নামে লজ্জাস্কর মাথা হেঁট করা উদাহরণ শত শত আছে শারিয়ায়। শুধু অমানবিক, অযৌক্তিক এবং হাস্যকরই নয়, জামাতিদেরকে শারিয়া করে রাখে অস্থির, উত্তেজিত, সন্দেহপ্রবন, ষড়যন্ত্রপ্রবণ, সংঘর্ষপ্রবণ, আক্রমনাত্মক, হুংকারপ্রবণ, স্পর্শকাতর, প্রতিহিংসাকামী, নারী-বিরোধী এবং মানবতা-বিরোধী শুধু ইসলামি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার মারাত্মক অলীক স্বপ্নে, "আমি রাজা হব!"

ঘোড়ার ডিম হবে! কি আছে তোমার? সততা? যোগ্যতা? উদারতা? গভীরতা? উচ্চতা? চিন্তাশক্তি? উপলব্ধি? কল্পনাশক্তি? জানা আছে ইতিহাস? আছে কাব্যিক অন্তর্দৃষ্টি, দার্শনিক দূরদৃষ্টি? আছে ভাবের ঘরের রতন-মাণিক? আছে নিজের মাতৃভুমির বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি বুঝবার ক্ষমতা, তার প্রতি প্রতি সম্মান?

কিছু নেই, অন্তর্গত বৈভবে নিঃস্ব পথের ভিখিরির চেয়েও অধম তুমি। ভেতরে কিছুই নেই তাই বাইরের চকচকে খোলস আর হুংকার তোমার এত বেশী দরকার। তুমি স্বদেশে ধিকৃত বিদেশে মিসকিন। তুমি ইতিহাস জান না, তুমি পলাশীতে বাংলার পরাজয়ের জন্য বাদশাহ আকবরকে দায়ী কর আর মৌদুদির দর্শনে পাকিস্তানের জন্ম দাবী কর (জামাতে ইসলামীর ইতিহাস)। পশ্চিমকে গালাগালি করে তুমি জীবনধারণ কর আর সেই পশ্চিমে এসে বিগলিত হাস্যমুখে হাত পেতে দয়ার দান নাও। নিজের মা-বোনের তুমি মারাত্মক শত্রু। জাতির অর্ধেক অংশকে অপমান করে পঙ্গু করে তুমি মুসলমানের সমূহ ক্ষতি করেছ। অতিত-বর্তমানে তুমি চিরকাল কোরাণ এবং মানবাধিকার লংঘন করেছ। ইসলাম শান্তির ধর্ম - কথাটা কাজে না দেখিয়ে শুধু চীৎকার করে মুখে ফ্যানা তুলেছ বলে সেটা সার্কাসের সং-এর মত দেখিয়েছে, মুখে রং মাখা জোকারের মত দেখিয়েছে। জাতিকে তুমি অনবরত মিথ্যে কথা বলেছ। কেরাণের তাৎক্ষণিক এবং শাশ্বত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে হয় তোমার কোন ধারণা-ই নেই, অথবা তুমি ইচ্ছেকৃতভাবে সেই ব্যাকরণ আর কোরাণের মর্মবাণী লংঘন করেছ। কিভাবে করেছে, তার যৎকিঞ্চিৎ উদাহরন দেখ।

- বৌ-পেটানো অনুমোদিত -

  শাফি'ই আইন **m.10.12 Page-541 & o.17.4 Page 619** -এবং বহু বহু সুত্র।

- অনিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহ অনুমোদিত -চার বৌ পর্য্যন্ত-

হানাফি আইন ৩১ পৃষ্ঠা, এবং বহু বহু সুত্র।

- মেয়েরা অর্ধেক উত্তরাধিকার পাবে। -
  বহু বহু সুত্র।

- পরকীয়া ও ধর্ষণ, এ দুই ক্ষেত্রেই শারিয়া-আদালতে সাক্ষী লাগবে চার জন বয়স্ক পুরুষ মুসলমান-
  শাফি'ই আইন **page 638 Law# o.24.9**
  পাকিস্তানে ও নাইজিরিয়ার কিছু প্রদেশের হুদুদ আইন।
  মালয়েশিয়ার কিছু প্রদেশে মোল্লা-সংসদে প্রস্তাবিত।
  ক্রিমিন্যাল ল' ইন ইসলাম অ্যান্ড দি মুসলিম ওয়ার্লড - পৃষ্ঠা ৪৪৫।
  মুহিউদ্দীন খানের অনুদিত বাংলা কোরাণ- পৃষ্ঠা ৯২৮।

- হুদুদ মামলায় নারী-সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নয়-
  হানাফি আইন ৩৫৩ পৃষ্ঠা,
  শাফি'ই আইন -পৃষ্ঠা ৬৩৮ **-Law#o.24.9**
  ক্রিমিন্যাল ল' ইন ইসলাম অ্যান্ড দি মুসলিম ওয়ার্লড - পৃষ্ঠা ২৫১।
  মুহিউদ্দীন খানের অনুদিত বাংলা কোরাণ- পৃষ্ঠা২৩৯।

- স্বামীরা তাৎক্ষণিকভাবে পুরো তালাক দিতে পারবে ইচ্ছেমাফিক। অত্যাচারের চাপে, বা নেশার ঘোরে বা হাসি ঠাট্টাতে ‘‘তালাক’’ উচ্চারণ করলেও পুরো তালাক হয়ে যাবে।
  হানাফি আইন ৮১ ও ৫২৩ পৃষ্ঠা,
  শাফি'ই আইন -পৃষ্ঠা ৫৬০ **-Law#n.3.5**
  দ্বীন কি বাঁতে-মওলানা আশরাফ থানভি- পৃষ্ঠা ২৫৪ আইন #১৫৩৭, ১৫৩৮, ১৫৪৬ ও ২৫৫৫।
  ওয়েবসাইট - sunnipath.com

- পুরো তালাকের পর স্বামীর সাথে পুনর্মিলনের জন্য স্ত্রীকে অন্য (১) লোকের সাথে (বিয়ের পরে তালাক দেবে, এই শর্ত না দিয়ে) বিয়ে বসতে হবে, (২) তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক করতে হবে এবং (৩) সেই স্বামীর স্বইচ্ছায় তালাক পেতে হবে।
  হানাফি আইন ১৫ পৃষ্ঠা,
  শাফি'ই আইন -পৃষ্ঠা ৬৭৩, **Law# P.29.1**
  ইসলামিক ল'জ - গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ সিস্তানী- পৃষ্ঠা ৪৬৯ আইন#২৫৩৬
  দ্বীন কি বাঁতে-মওলানা আশরাফ থানভি-পৃষ্ঠা ২৫২ আইন #১৫৪৩
  মকসুদুল মুমেনীন - পৃষ্ঠা ২৩১।

- স্ত্রীদের জন্য তালাক পাবার একমাত্র পথ স্বামীকে রাজী করানো বা কোর্টের মাধ্যমে স্বামীকে বাধ্য করা - দু'ক্ষেত্রেই স্ত্রীর তরফ থেকে স্বামীকে টাকা দিতে হবে।
  হানাফি আইন ১১২ পৃষ্ঠা,
  শাফি'ই আইন -পৃষ্ঠা ৫৬২, ৫৬৫ ও ৯৮১**-Law# n.5.0, n7-7&w-52-1-253-255.**

শারিয়া দি ইসলামিক ল’ - ডঃ আবদুর রাহমান ডোই - পৃষ্ঠা ১৯২।
১৬শ’ ও ১৭শ’ শতাব্দীর অটোমান খেলাফতের শারিয়া কোর্টের দলিল -
আমিনা আজহারি।

- দাস-দাসী, গায়িকা (গায়ক নয়) এবং সমাজের নীচু ব্যক্তির (উদ্ধৃতিঃ- রাস্তা পরিস্কার-কারী বা শৌচগারের প্রহরী ইত্যাদি) সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নয়।
  হানাফি আইন ৩৬১ পৃষ্ঠা,
  শাফি’ই আইন -পৃষ্ঠা ৬৩৬ --**Law#o.24.3.3**

- ব্যবসার দলিলে নারী-সাক্ষী পুরুষের অর্ধেক।
  হানাফি আইন ৩৫২ পৃষ্ঠা,
  শাফি’ই আইন -পৃষ্ঠা ৬৩৭ **Law#o.24.7**

- বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে বাচ্চাদের অভিভাবত্ব মা পাবে ছেলের ৭ ও মেয়ের ৯ বছর বয়স পর্য্যন্ত। এর পরে তারা বাবার কাছে চলে যাবে। কিন্তু মা যদি নামাজ না পড়ে এবং নির্দিষ্ট তালিকার বাইরে কাউকে বিয়ে করে তবে বাচ্চারা বাবার কাছে চলে যাবে (স্বামীর নামাজ বা অন্য বিয়ে এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়)।
  হানাফি আইন ১৩৮ - ১৩৯ পৃষ্ঠা,
  শাফি’ই আইন -পৃষ্ঠা ৫৫০ **Law#m.13.0**

- খাবার, বাসস্থান ও পোষাক দিতে স্বামী বাধ্য থাকবে শুধুমাত্র বাধ্য স্ত্রীকে, অবাধ্য স্ত্রীকে নয়। বাধ্য স্ত্রীকেও এর বাইরের সব খরচ হবে স্বামীর অনুগ্রহ, এমনকি ডাক্তারের, ওষুধের বা সৌন্দর্য্য-চর্চার খরচ।

  হানাফি আইন ১৪০ পৃষ্ঠা
  শাফি’ই আইন -পৃষ্ঠা ৫৪৪ -**Law#m.11.4**
  মুহিউদ্দীন খানের অনুদিত বাংলা কোরাণ- পৃষ্ঠা ৮৬৭।

- পুরুষ ঈহুদী-খ্রীষ্টান মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে, মেয়েরা শুধু মুসলমান পুরুষকে বিয়ে করবে। কিন্তু কোন মুসলমান মেয়ে ঈহুদী-খ্রীষ্টান হয়ে গেলে তাকে পুরুষ বিয়ে করতে পারবে না। এমনকি, এখনকার ঈহুদী-খ্রীষ্টান মেয়েকেও মুসলমান পুরুষের বিয়ে করা উচিত নয়।
  বহু সুত্র, - এবং মুহিউদ্দীন খানের অনুদিত বাংলা কোরাণ।

- বিয়েতে মেয়েরা অভিভাবক হতে পারবে না।
  হানাফি আইন ১৩৮- ১৩৯ পৃষ্ঠা
  শাফি’ই আইন **Law# m.3.4.1- page 518**

- তালাকের পর স্ত্রী মাত্র তিন মাসের জন্য খরপোষ পাবে।
  হানাফি আইন ১৪৫ পৃষ্ঠা
  শাফি’ই আইন **Page 546 Law#m.11.10.3**

- শারিয়া অনাথ শিশুকে দত্তক নেবার প্রথা অনুমোদন করে না।
  বহু সুত্র,

শারিয়া দি ইসলামিক ল’ - ডঃ আবদুর রাহমান ডোই - পৃষ্ঠা ৪৬৩।

- নারীর রক্তমূল্য (নিহতের পরিবার দাবী করলে খুনীকে যে পরিমাণ টাকা দিয়ে দায়মুক্ত হতে হবে) পুরুষের অর্ধেক। (উল্লেখ্য, এই দাবী বা খুনীকে মাফ করতে শুধু নিহতের পুত্ররা-ই করতে পারে, কন্যারা নয়)।

  শাফি’ই আইন **Page 590 Law# o4.9.**

  শারিয়া দি ইসলামিক ল’ - ডঃ আবদুর রাহমান ডোই - পৃষ্ঠা ২৩৫।

- ধর্ষণকারী ধর্ষিতাকে তার সমান সামাজিক সম্মানের নারীকে বিয়ের মোহরাণা-পরিমাণ টাকা জরিমানা দেবে।

  শাফি’ই আইন **Law #m.8.10 page 535.**

- ধর্মের পার্থক্যকে সম্মান করতে হবে, কোন অমুসলমানকে খুন করার অপরাধে কোন মুসলমানের মৃত্যুদন্ড হবে না।

  পেনাল ল’ অফ ইসলাম পৃষ্ঠা ১৪৯।

- শারিয়া কোর্টে অভিযুক্ত মুসলমান হলে জজকে মুসলমান হতেই হবে। যদি অভিযুক্ত অমুসলমান হয়, তবে জজ অমুসলমান হতে পারেন।

  ক্রিমিন্যাল ল’ ইন ইসলাম অ্যান্ড দি মুসলিম ওয়ার্লড - পৃষ্ঠা ৪৪৮।

মুসলমানের ওপরে শারিয়া শয়তানের গর্বিত বিজয় কেতন ছাড়া আর কিছুই নয়। শান্তির ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এ কেতনকে টেনে ছিঁড়ে নামিয়ে পিষে ফেলতে হবেই পায়ের নীচে। যারা ইসলামের নামে এই অনৈসলামিক পতাকাবাহী তাদের সাথে জীবন-মরণ সাংস্কৃতিক সংঘর্ষে নামা ছাড়া উপায় নেই। সে সংঘর্ষে দুনিয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রতিটি জামাত-বিরোধী বাংলাদেশী শক্তিবিন্দুকে একত্রিত করতে হবে। বিশাল শত্রুকে পরাস্ত করার এটাই একমাত্র পথ, এ জন্যই জিন্না ত্রিশ দশকে কলকাতায় এসে পরস্পর-বিরোধী মুসলিম দলগুলোর বিরক্তি উপেক্ষা করে সবার সাথে আলাদা করে মিটিং করেছিলেন, বলেছিলেন -দুই শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে ভারতবর্ষের বিন্দু বিন্দু মুসলিম শক্তিকে এক মঞ্চে টেনে আনতে হবে, এর বিকল্প নেই। এ জন্যই নেতাজী ঘোষনা করেছিলেন -‘‘বৃটিশের বিরুদ্ধে দরকার হলে আমি দোজখের সাথে হাত মেলাব’’। কথাটা প্রতিকী-ঐক্যের, কিন্তু কথাটা সত্যি এবং আমাদের জন্যও সত্যি।

ধন্যবাদ।
ফতেমোল্লা
২৪ অক্টোবর, ৩৪ মুক্তিসন (২০০৪)